২০০০ ইং সনের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, (২০০০ সনের ৮ নং আইন) এর কতিপয় ধারার প্রস্তাবিত সংশোধনী সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারীর উন্নয়ন ব্যতিরেকে কোন বড় ধরনের জাতীয় অগ্রগতিই সম্ভব নয়। আর নারী নির্যাতন হচ্ছে সেই কাঙ্খিত জাতীয় উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া নারীরা প্রতিনিয়তই পারিবারিক ও সামাজিকভাবে বঞ্চনা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। নারীর মযার্দা ও অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সংবিধান পুরুষের সাথে নারীর সমঅধিকার প্রদান করেছে। কিন্তু আমাদের সমাজে নারী ও শিশু নির্যাতনমূলক অপরাধসমূহের মাত্রা আশংকাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ায় এবং এ জাতীয় অপরাধসমূহ দমনের জন্য পর্যাপ্ত আইন না থাকায় নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ প্রণয়ন করা হয়।

এই আইনটি মূলতঃ ১৯৮৩ সালে প্রণয়ন করা নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশের ধারাবাহিকতা মাত্র। ১৯৮৩ সালের আইনটি উদ্দেশ্য পূরণে সফল না হওয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯৫ দ্বারা এবং ১৯৯৮ সালে সামান্য সংযোজন বিয়োজন ঘটিয়ে আইনটি সংস্কার করা হয়েছিল। বর্তমানে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ প্রণয়নের পরও ২০০৩ সালে পূণরায় সংশোধন করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে নারী নির্যাতনের সার্বিক চিত্র একইরূপ থেকে যায়। ফলে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০- এর ত্রুটি/বিচ্যুতি তুলে ধরার পাশাপাশি এর বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে ও এর হয়রানীমূলক অপব্যবহার রোধকল্পে আইনটির ফাঁক-ফোকর চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ আইন সংশ্লিষ্টদের আবেদনের প্রেক্ষিতে নারী ও শিশুদের অধিকার সংরক্ষণ, নিরাপত্তা বিধান, দ্রুত বিচার প্রাপ্তি ও নির্যাতন রোধকল্পে আইনটি যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে কমিশনের দ্বি-বার্ষিক (২০১০-২০১১) কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

আইনটির প্রয়োজনীয় সংশোধনীর জন্য সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে আইন কমিশন গবেষণা কার্য আরম্ভ করে। এই গবেষণা কর্মের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে অবস্থিত কয়েকটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন ও নিস্পত্তিকৃত মামলার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয় এবং উক্ত ট্রাইব্যুনালে কর্মরত বিচারকদের, বিচারপ্রার্থী জনগণের এবং বিজ্ঞ কৌশুলীদের অভিমত গ্রহণ করা হয়।

উক্ত মাঠ জরিপে দেখা যায় যে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীনে অনেক মামলা বিচারাধীন রয়েছে। প্রতি ১০০টি মামলার মধ্যে গড়ে ১০ টি মামলায় সাজা হচ্ছে। বাকী ৯০ ভাগ মামলাই প্রমাণিত না হওয়ায় আসামীগণ খালাস পাচ্ছে। আইনটিকে প্রকৃত অর্থে কার্যকরী ও বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য করার জন্য আইন কমিশন বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির সহযোগিতায় একটি দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালায় প্রাথমিক জরীপে প্রাপ্ত তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয় এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার মতামত গৃহীত হয়। প্রাপ্ত মতামত, বাংলাদেশের জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির গবেষণা কার্য ও বিদ্যমান আইনটির পুংখানুপুংখ পর্যালোচনায় কিছু ধারার স্পষ্টকরণ, সংশোধন ও সংযোজনের প্রয়োজন অনুভূত হয় যা নিম্নে বর্ণিত হল।

এ আইনের ধারা ৪ এর উপধারা (১), (২), ও (৩) এ দহনকারী, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থের উল্লেখ আছে, কিন্তু আইনের সংজ্ঞায় সকল দহনকারী, ক্ষয়কারী বা বিষাক্ত পদার্থের নাম উল্লেখপূর্বক শ্রেণী বিভাগ করা হয়নি। প্রায়শঃই দেখা যায়, বাড়ীতে কাজের সাহায্যকারী নারী ও শিশুদের উপর গৃহকর্ত্রীরা গরম পানি, তেল বা গরম খুন্তি দিয়ে নির্যাতন করে যা নারী বা শিশুর যে কোন শারীরিক বিকৃতি, অঙ্গহানি বা দৃষ্টিহানি ঘটাতে পারে। এই আইনে যেহেতু শুধুমাত্র ক্ষয়কারী, দহনকারী ও বিষাক্ত পদার্থ শব্দগুলির উল্লেখ রয়েছে সেহেতু গরম তেল, গরম পানি বা খুন্তি দ্বারা আহত ভিকটিমের উপর সংঘটিত এইসব অপরাধের বিচার করা এই আইনে সম্ভব হয় না। তাই উক্ত আইনের ধারা ৪ এর উপধারা (১), (২) ও (৩) এ ক্ষয়কারী, দহনকারী ও বিষাক্ত পদার্থ শব্দগুলির সাথে এমন অন্য কোন তীব্র জ্বালাদায়ক দহনকারী পদার্থ বা বস্তু কথাগুলি সন্নিবেশিত করে সংশোধন করা উচিত বলে কমিশন মনে করে।

এই আইনের ৭ ধারা মতে, কোন নারী বা শিশুকে অপহরণ করলে উহা অপরাধ হিসেবে গণ্য হলেও অপহরণের উদ্দেশ্যে যদি কেহ, কোন নারী বা শিশুকে অপহরণের চেষ্টা করেন বা অপহরণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন তাহলে এ ধরণের অপহরণের চেষ্টা অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় না। এ আইনের অন্য ধারায় বর্ণিত বিভিন্ন প্রকার অপরাধ সংঘটন বা সংঘটনের চেষ্টা অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। এমনকি দন্ডবিধিতেও বিভিন্ন প্রকার অপরাধ সংঘটন করা বা সংঘটনের চেষ্টা করা আইনত দন্ডের বিধান আছে। ফলে ভিকটিমের সুবিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এই আইনের ৭ ধারায় যদি কেহ অপহরণ করেন বা অপহরণের চেষ্টা করেন তাহলে উক্ত ব্যক্তির এই ধারার অধীন অপরাধে দন্ডনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয় বলে প্রতীয়মান হয়। ইহা ছাড়া এই ধারার অধীন অপহরণ সংক্রান্ত অনেক মামলায় বিচার চলাকালীন দেখা যায় ভিকটিমের সাথে আসামীর বিয়ে হয়েছে এবং সমাজে তারা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করছে। অনেক মামলায় দেখা যায় আবেগের বশে ছেলে বা মেয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করেছে বলে অভিভাবকগণ উক্ত ধারায় মামলা করেছে। পরবর্তীতে পক্ষগণের মধ্যে মিল হওয়ার কারণে বাদী বা ভিকটিমের পক্ষ কর্তৃক উপযুক্ত সাক্ষ্য আদালতে উপস্থাপিত হয় না এবং আসামীরা খালাস পায়। এতে আদালতের অযথা সময় নষ্ট হয় ও বিচারাধীন মামলার সংখ্যা বেড়ে যায়। ফলে এ আইনের ৭ ধারার অধীনে এরূপ ক্ষেত্রে মামলাটি আদালতের অনুমোদনক্রমে আপোষযোগ্য হওয়া উচিত বলে কমিশন মনে করে।

এ আইনের ১১(ক) ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোন নারীর স্বামী অথবা স্বামীর পিতা, মাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি যৌতুকের জন্য স্ত্রীর মৃত্যু ঘটান তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হবেন। এই ধারায় মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি হিসেবে কেবল মাত্র মৃত্যুদন্ডের বিধান রয়েছে। এ ধরণের অনেক মামলায় দেখা যায় মৃত স্ত্রীর শিশু সন্তান আছে। অনেক ক্ষেত্রে সন্তানের পিতা/অভিভাবক আসামীর মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হলে উক্ত শিশুটির তত্ত্বাবধান করার মত পৃথিবীতে আর কেহ থাকে না। ইহা নির্দয় ও অমানবিক। এতদ্‌বিষয়ে সম্প্রতি মহামান্য হাইকোর্ট ***BLAST and Others V. Bangladesh, [(2010) MLR 145]*** এ উল্লিখিত মামলায় আদেশ প্রদান করেন যে,"The mandatory death penalty is ultra vires the Constitution" এমতাবস্থায় উক্ত ধারায় সাজা হিসেবে একমাত্র মৃত্যুদন্ডের বিধান রহিত করে অনুরূপ অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধের প্রকৃতি পরিধি ও আসামীর বয়স, অভিপ্রায় ইত্যাদি বিবেচনা করে সাজা হিসেবে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডের বিধান থাকা সমীচিন মর্মে কমিশন মনে করে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ধারা ১১(খ) ও ১১(গ) মতে, যৌতুকের জন্য মারাত্মক বা সাধারণ আঘাত করার অভিযোগে অনেক মামলা দায়ের হয়। এধরণের মামলা সাধারণত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পক্ষগণ স্বামী-স্ত্রী হওয়ায় পক্ষগণের মধ্যে আদালতের বাইরে অভিযোগের বিষয় নিয়ে আপোষ মীমাংসা হয় এবং তারা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করতে থাকে। এ ধরণের মামলা আদালতের অনুমোদনক্রমে আপোষযোগ্য হতে পারে। এতে মামলা দ্রুত নিস্পত্তি হবে এবং হয়রানীমূলক মামলা দায়েরের প্রবণতা কমে আসবে। এমতাবস্থায় এ আইনের ১১(খ) ও ১১(গ) ধারায় অপরাধের অভিযোগের মামলায় আদালতের অনুমোদনক্রমে আপোষযোগ্য করার বিধান থাকা সমীচিন।

বর্ণিত আইনের ধারা ১৯ (৩) ও ১৯(৪) এ ট্রাইবুন্যাল কর্তৃক আসামীদের জামিন দেওয়া সংক্রান্ত এবং ধারা ৩১ এ নিরাপত্তা হেফাজত সংক্রান্ত বিধান বর্ণিত আছে। সাপ্তাহিক বা সরকারী ছুটির দিনে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল বন্ধ থাকে। উক্ত দিনে পুলিশ অফিসার কর্তৃক এই আইনের অধীনে অপরাধ সংগঠনের অভিযোগে আসামীকে বা আসামীদের জেল হাজতে প্রেরণের জন্য জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করা হয়। আসামীদের মধ্যে অনেক সময় মহিলা, শিশু, অসুস্থ ও বয়স্ক ব্যক্তি থাকেন। তাছাড়া নিরাপত্তা হেফাজতে রাখারযোগ্য ভিকটিমও থাকেন। আবার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের অধীন জিআর মামলার ক্ষেত্রে পুলিশ রিপোর্ট দাখিলের পূর্ব পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলাটি থাকে। ঐ সমস্ত মামলায় এই আইনের অধীনে অভিযুক্তকে জামিন দেয়ার কোন এখতিয়ার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের নেই। ফলে তাদের সরাসরি জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়। অথচ ম্যাজিস্ট্রেট আদালত দন্ডবিধির যে কোন ধারার অপরাধ এমনকি হত্যা মামলাতেও ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৭ ধারা অনুসরণ করে জামিন দিতে পারেন।

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে মেট্রোপলিটন এলাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেট্রোপলিটন বহির্ভূত এলাকায় জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত এ আইনের জামিন সংক্রান্ত ১৯(২), ১৯(৩) ও ১৯(৪) ধারা এবং নিরাপত্তা হেফাজত সংক্রান্ত ৩১ ধারা অনুসরণপূর্বক ধৃত আসামীকে জামিন বা ভিকটিমকে নিরাপত্তা হেফাজতে পাঠানোর আদেশ দেয়ার এখতিয়ার সম্পন্ন হবেন মর্মে এ ধারাগুলি সংশোধন করা প্রয়োজন বলে কমিশন মনে করে।

সুপারিশ

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে নারী ও শিশু নির্য়াতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮নং আইন) এর কতিপয় ধারার প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করার জন্য আমরা সুপারিশ করছি। তদানুযায়ী সরকারের প্রয়োজনীয় কার্যার্থে একটি নমুনা সংশোধনী খসড়া বিল প্রস্তুত করে সংযোজনী "ক" হিসেবে এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করা হল।

(অধ্যাপক ড. এম. শাহ আলম)
সদস্য

(সুনীল চন্দ্র পাল)
সদস্য

(বিচারপতি মোঃ আব্দুর রশিদ)
চেয়ারম্যান

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) এর কতিপয় ধারার প্রস্তাবিত সংশোধনী সংক্রান্ত খসড়া বিল, ২০১০

যেহেতু নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**- (১) এই আইন নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৪ এর সংশোধন।**- নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ৪ এর –

(ক) উপধারা (১) এ ‘‘ক্ষয়কারী’’ শব্দটির পর ‘‘অথবা’’ শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং ‘‘কমা’’ সন্নিবেশিত হইবে এবং ‘‘বিষাক্ত পদার্থ’’ শব্দটির পর ‘‘অথবা এমন অন্য কোন তীব্র জ্বালাদায়ক দহনকারী পদার্থ বা বস্তু’’ কথাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(খ) উপধারা (২) এ ‘‘ক্ষয়কারী’’ শব্দটির পর ‘‘বা’’ শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং ‘‘কমা’’ সন্নিবেশিত হইবে এবং ‘‘বিষাক্ত পদার্থ’’ শব্দটির পর ‘‘ অথবা এমন অন্য কোন তীব্র জ্বালাদায়ক দহনকারী পদার্থ বা বস্তু’’ কথাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(গ) উপধারা (৩) এ ‘‘ক্ষয়কারী’’ শব্দটির পর ‘‘অথবা’’ শব্দটির বিলুপ্ত হইবে এবং ‘‘কমা’’ সন্নিবেশিত হইবে এবং ‘‘বিষাক্ত পদার্থ’’ শব্দটির পর ‘‘অথবা এমন অন্য কোন তীব্র জ্বালাদায়ক দহনকারী পদার্থ বা বস্তু’’ কথাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৩। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৭ এর সংশোধন।**- উক্ত আইনের ধারা ৭ এর ‘‘অপহরণ করেন’’ শব্দগুলির পর ‘‘বা অপহরণের চেষ্টা করেন’’ শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৪। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ১১ এর সংশোধন।**- উক্ত আইনের ধারা ১১ এর উপধারা (ক) এ ‘‘মৃত্যু ঘটানোর জন্য মৃত্যুদন্ডে’’ শব্দগুলির পর ‘‘বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডে’’ শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৫। **২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**- উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর-

(ক) উপধারা (২) এর ‘‘ট্রাইব্যুনাল” শব্দটির পর ‘‘অথবা বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনালে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(খ) উপধারা (৩) এর ‘‘ট্রাইব্যুনাল” শব্দটির পর ‘‘অথবা বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনালে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(গ) উপধারা (৪) এর-

(অ) ‘‘ন্যায়সঙ্গত হইবে মর্মে ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পর ‘‘অথবা বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনালে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(আ) ‘‘সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পর ‘‘অথবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(ঘ) উপধারা (৪) এর পরে নিম্নরূপ উপধারা (৫) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

‘‘(৫)এই আইনের ধারা ৭, ধারা ১১ উপধারা (খ) এবং ধারা ১১ উপধারা (গ) এর অধীন দন্ডনীয় সকল অপরাধ আদালতের অনুমোদনক্রমে আপোষযোগ্য হইবে।”

৬। ২০০০ সনের ৮ নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর

(ক)‘‘যদি ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পর ‘‘অথবা বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনালে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(খ) ‘‘তাহা হইলে ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পর ‘‘অথবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

(গ) ‘‘বা ট্রাইব্যুনাল” শব্দগুলির পর ‘‘অথবা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৯